৬. চোল রাজাদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ আলোচনা করো।

সূচনা: চোল রাজারা সমগ্র দক্ষিণ ভারত নিয়ে একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। উত্তরে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের সাম্রাজ্য। চোল সাম্রাজ্যের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা সমুদ্রের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক **পানিক্করের** মতে, প্রাচীন ভারতের চোল রাজারাই শুধু সামুদ্রিক শক্তির বিস্তারে উৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন। চোলদের নৌসাম্রাজ্য বিস্তারের পিছনে বাণিজ্যের বিস্তার, উপনিবেশ স্থাপন, আরব আক্রমণ প্রতিহত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং ইন্দোচিনে চোল রাজারা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। চিনের সঙ্গে তাঁরা বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কস্থাপন করেন।

- **রাজরাজের নেতৃত্বে নৌশক্তির বিস্তার:** ৯৮৫-১০৪৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজরাজ ও রাজেন্দ্রচোলের সময়ে চোলদের নৌসাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। মহান রাজরাজ ৯৮৫

খ্রিস্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণের পর শক্তিশালী নৌবহর গঠন করে সামুদ্রিক সাম্রাজ্যবিস্তারে প্রয়াসী হন। ওই সময়ে পশ্চিম ভারতের ব্যাবসাবাণিজ্য সিংহল, কেরল ও পাণ্ড্য রাজ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। রাজরাজ এই তিন শক্তির আধিপত্য খর্ব করার জন্য সামুদ্রিক অভিযান শুরু করেন।

১ **কেরল, পাণ্ড্য ও মালদ্বীপ জয়:** রাজরাজ প্রথমেই তিন সামুদ্রিক শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। সুদূর দক্ষিণে তিনি পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যদুটি জয় করে সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। অধ্যাপিকা **রোমিলা থাপার** জানিয়েছেন যে, রাজরাজের পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য আক্রমণের পিছনে বৃহত্তর সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ ছিল। কেরল রাজ্য জয় করে তিনি এই অঞ্চলে আরব বণিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেন। রাজরাজ আরব সাগরের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বারোশো দ্বীপ নিয়ে গঠিত (লেখতে আছে ১২,০০০) মালদ্বীপ দখল করেন। পার্শ্ববর্তী লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জও অধিকৃত হয়।

২ **সিংহল জয়:** ওইসব দ্বীপ দখল করার পর রাজরাজ সরাসরি সিংহল আক্রমণ করেন। তাঁর আক্রমণের ফলে সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র পরাস্ত হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। চোল আক্রমণে সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস হয়ে যায়। সিংহলে রাজরাজ নতুন রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেন। উত্তর সিংহল জয় করে রাজরাজ চোলসাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। পরাজিত সিংহলরাজের আনুগত্য পেয়ে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সিংহলবিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য তিনি নতুন রাজধানী ও একটি শিবমন্দির স্থাপন করেন। মৃত্যুর আগে রাজরাজ মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ ও সিংহল নিয়ে নৌসাম্রাজ্য গঠন করেন। পুত্রের জন্য রাজরাজ রেখে যান দুঃসাহসী নৌসাম্রাজ্যের ঐতিহ্য।

প্রথম রাজেন্দ্রচোলের সামুদ্রিক বিজয়: প্রথম রাজেন্দ্রচোল তাঁর পিতার মতো দক্ষ ও দুঃসাহসী সেনাপতি ছিলেন। তিনি নৌশক্তিকে আরও বিস্তৃত করেন।

১ **সিংহল, আন্দামান ও ব্রহ্মদেশ জয়:** রাজরাজ সিংহলবিজয় শুরু করেন, রাজেন্দ্র তা শেষ করেন। সিংহলের রাজা পঞ্চম মহেন্দ্র ও রানি বন্দি হন, সমগ্র সিংহল চোল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এরপর প্রথম রাজেন্দ্রচোল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জয় করেন। তা ছাড়া প্রথম রাজেন্দ্রচোলের নৌবাহিনী ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ অধিকার করে নেয়।

২ **কেরল, পাণ্ড্য ও মালদ্বীপ জয়:** পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রথম রাজেন্দ্রচোল পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যের ওপর আধিপত্য বজায় রাখেন। এই অঞ্চলে আরব বণিকদের আধিপত্য তিনি ধ্বংস করেন। পাণ্ড্য ও কেরল শাসনের জন্য তিনি মাদুরাইয়ে একজন প্রাদেশিক শাসক নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া তিনি মালদ্বীপের ওপর আধিপত্য দৃঢ় করেন।

৩ **শ্রীবিজয় রাজ্যজয়:** প্রথম রাজেন্দ্রচোল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'শ্রীবিজয়' রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ নৌঅভিযান পরিচালনা করেন। মালয়, সুমাত্রা, জাভা ও

অন্যান্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত রাজ্যে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করতেন। দক্ষিণ ভারত ও চিন সাম্রাজ্যের মধ্যে এই রাজ্যটি ছিল একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্যঘাঁটি। শ্রীবিজয়ের সঙ্গে চোলদের সংঘাতের কারণ হল চিন বাণিজ্য। চিনের সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রথম রাজেন্দ্রচোল শ্রীবিজয় রাজ্য আক্রমণ করেন। চোল নৌবাহিনীর আক্রমণে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা পরাজিত হন এবং প্রথম রাজেন্দ্রচোলের বশ্যতা স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক **রোমিলা থাপার** জানিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবিস্তার নয়, ভারতের চিন বাণিজ্যে শ্রীবিজয়ের মধ্যস্থের ভূমিকা খর্ব করার জন্য রাজেন্দ্র ওই রাজ্যটি আক্রমণ করেন। প্রথম রাজেন্দ্রচোল বাংলায় নৌঅভিযান পাঠিয়েছিলেন।

- ***রাজেন্দ্রচোলের উত্তরাধিকারীদের সামুদ্রিক কার্যকলাপ:*** প্রথম রাজেন্দ্রচোলের উত্তরাধিকারী রাজাধিরাজ ও বীররাজেন্দ্র পুনরায় শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে নৌঅভিযান পরিচালনা করেন।

- **প্রভাব:** চোলদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নানা প্রভাব লক্ষ করা যায়। **প্রথমত,** ভারত মহাসাগরে সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা চোল সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা দিয়েছিল। মালাবার, সিংহল ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আরব বণিকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। চোলদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্য আরব বণিকদের প্রভাব প্রতিহত করেছিল। ভারত মহাসাগর বস্তুত 'চোল হ্রদে' পরিণত হয়েছিল। **দ্বিতীয়ত,** চোলদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য কম নয়। আরব বণিকদের প্রভাবমুক্ত হবার পর এই অঞ্চলে তামিল বণিকদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। মালদ্বীপ, সিংহল, মালয়, সুমাত্রা ও জাভা হয়ে তামিল বণিকরা ইন্দোচিনে ও চিনে নিয়মিতভাবে বাণিজ্য করতে যেত। বাণিজ্যের পথ ধরে সিংহল, শ্রীবিজয় ও ইন্দোচিনের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়।